

পিসেমশাই
স্পেশাল

হাঁদা ভেঁদার কাণ্ডকারখানা

নারায়ণ দেবনাথ





পিসেমশাই
স্পেশাল



দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

২১ বামাপুকুর লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

PISHEMASHAI SPECIAL
46 C 22



HANDA BHONDAR KANDAKARKHANA

by

NARAYAN DEBNATH

প্রথম প্রকাশ : ২০০৬ জানুয়ারি

পুনর্মুদ্রন : ২০১২ জানুয়ারি

পুনর্মুদ্রন : ২০১৩ এপ্রিল

প্রচ্ছদ ও কালার গ্রাফিক্স

কমফটোসেট

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেডের পক্ষে শ্রীঅরুণচন্দ্র মজুমদার
কর্তৃক ২১ বামাপুকুর লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত
এবং বি. পি. এম'স্ প্রিন্টিং প্রেস, রঘুনাথপুর, দেশবন্ধুনগর,
২৪ পরগনা (উঃ) থেকে বি. সি. মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য : ৪৫.০০ টাকা।

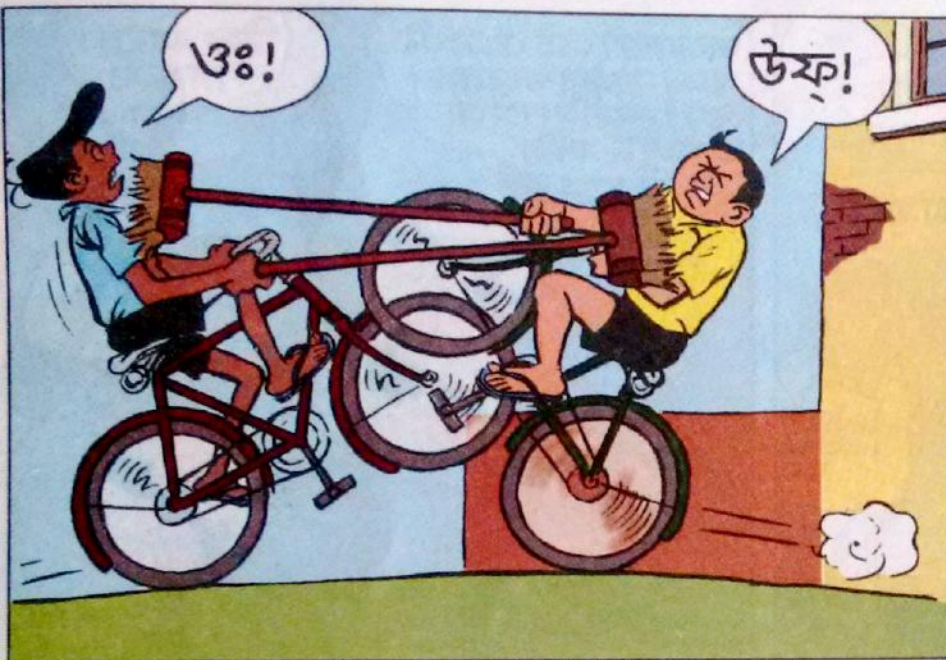


ইন্দা- ভোদার



দুহেল ফর্শে





হাঁদা- ভোঁদার



মরিচদলী





মন ছোটে
মোর
তপাক্তরে এএ...



তপাক্তরে যেতে হবে না। যদি
সাহস থাকে, তবে এপাক্তরে
এসে ভার বেলাুন নিয়ে যা!



হতভাগা তখন খুব
তড়পেছিলো। ওকে
আর একটি শিক্ষা
দিয়ে দি।



ফাটল!

আবার...
আহ-
আহ...



মরিচগুড়ো দিয়ে ডোঁদাটাকে খুব নাকাল
করা গেছে। এবারে মরিচদানাচী রেখে
দিয়ে আসি।

আঁ-ইঁ্যাচো!
ইঁ্যাচো!



আমি সব জেনেছি, দেখেছি
আমার মরিচদানাচী কে নিয়েছে-
আর কি করেছে!

ওরে বাবা!
পিসেমশাই!



মলমটা নে ইঁদু! লাগালে ব্যথা
বেদনা দূর হয়ে
যাবে।

আহুপজ!

হুঁদা- ভোদার



টি পার্টি





হাঁদা- ভোঁদার



চালাগাড়ি



ছপ্‌জ!



সাবধান,
হাঁদা!

এই পেটো, সন্টে! হাঁদার এখানে
ভিরি লেগেছে। তোরা হাঁদাকে আর ওর
পিলেমশাইয়ের ইঁটগুলিকে পৌঁছে
দিয়ে আয়।



এটা কি রকম হলো বলতো
পেটো? হাঁদাটাকে খোলাই দিতে
এসে উল্টে ওকেই ইঁট শুদ্ধ
বয়ে মরছি।

উঃ! আঃ!



শয়তানটা খোঁকা দিয়ে
দ্বিবি আমাদের দিয়ে ইঁট
আর নিজেকে বইয়ে নিয়ে
এলো মাইরি!



পৌঁছে দেওয়ার জন্যে
তোমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি!

কে তোকে পৌঁছে দিলো,
দেজা বক্স করে কাকে
ধন্যবাদ জানাচ্ছিস?
ইঁট আর তোর ঠালা
কইরে?

এসেছে
ব্রাদার
সবই
এসেছে!



বুমলি-তারপর বুদ্ধি খাটিয়ে অজ্ঞান হবার
ডান করলুম আর ওরা আমাকে ঠাণ্ডাবার বদলে
ঠালায় চড়িয়ে ইঁট সমেত পৌঁছে দিয়ে গেলো।
আমার ঐ ঠালাই শেষপর্যন্ত আমাকে বাঁচালো...
আইক!



তোর ঠালা একবার
বাঁটিয়ে শেষঅকি সব
কাঁটিয়ে দিলো রে
হাঁদা?



হাঁদা- ভোঁদার



নতুন মজা





হাঁদা- ভোঁদার



কুকুর পোষা



বাড়ি ফিরে

আমিই
মোকাবেলা করি!



তোমার পিসেমশাই আছেন? আমি
তার সঙ্গে দেখা করতে চাই।



অ্যাঁ মরেচে!
পুলিশকে অ্যাটাক!



বাঁচাও! হেল্প! সরাও
না তড়াতাড়ি!

আয় বলছি
হতচ্ছাড়া!

গররর!

সাংঘাতিক কুকুর! আমি আপনার
বিরুদ্ধে একটা পাগলা বুনো জন্তু
রাখার অভিযোগ আনছি! আর
আপনার বিছানার নীচে রাখা পঞ্চাশ
হাজার কালো টাকার বিষয়ে কেফিয়ং
দিন!



সেরেচে! সেদিন যারা
আমার কথা শুনেছিলো
তারা পুলিশের গোয়েন্দা!

মিথ্যে টাকার গুজব ছড়িয়ে আর
একটা সাংঘাতিক কুকুর এনে শুই
আমাকে একটা উটকো ঝামেলায়
ফেলেছিল! যদি ভালো চান তো
এখনই ওটাকে বিদেয় কর!



হ্যাঁ, পিসেমশাই! কিন্তু
কোথায় গেলো ওটা?



হাঁদা, তুই চারদিকে তোর কুকুর
খুঁজে বেড়াচ্ছিস- এ দ্যাখ!

ওঃ, আমার খাবার!
তবেরে হতচ্ছাড়া কুকুর!

ম্হ! ম্হ!

ইজ! আগেই যদি
আপনার কথা
শুনতুম!



কিঞ্চিৎ মূল্য দিয়ে তোর জ্ঞান
লাভ হলো হাঁদা!

আজকের
মাংসটা কিন্তু দারুণ
হয়েছিলো!

হাঁদা- ভোঁদার



কুকুর রাখা



আমার বিদেশী বন্ধুকে নিয়ে একটি ঘুরে আসি। ওর কুকুরটা রইলো দেখে শুনে রাখবি বুঝলি? ভালো করে রাখতে পারলে ফিরে এলে পুরস্কার দেবো।

আচ্ছা পিসেমশাই।



মেতি কুকুরটা আমার কোথেকে জোটালি হাঁদা?

অ্যাঁই ওখানে উঠবি না! এদিকে আস।

ফেতি নয় হে। দস্তুরমতো পিসেমশাইএর বিদেশী বন্ধুর বিদেশী কুকুর। আমার কাছে রেখে ওরা বেরিয়েছেন। ভালো ডাবে রাখলে ফিরে এলে পিসেমশাই আমাকে পুরস্কার দেবেন বলেছেন।



ভোক!

ছপজ! হতচ্ছাড়া শয়তান কোথাকার!



ভেতরে যথেষ্ট ক্ষতি করেছিল, ফুটি। তাই তাকে নিয়ে বাইরে ফেরাই ভালো। কাছে কাছে থাকবি।



বাইরে দেখবি ও ঠিক কথা শুনে— আরে, অ্যাঁই ফুটি! শিগগির বল ছেড়ে দিয়ে এদিকে আস— ওঃ, ভালো!



একটা হতচ্ছাড়া কুকুর লেলিয়ে আমাদের বল ফাটিয়ে দেওয়া? এই দস্যু, তাকেও আমরা কেমন ফাটিয়ে দিচ্ছি!

উও!

ভোক!



হাঁদা, ভালো চানতো কুকুরটাকে কোথাও বেঁধে রেখে দে।

আরে না আমারই ভুল। এবার চেন লাগিয়ে ওকে ঠিক পথে চালিত করবো।

ভোক!



হাঁদা- ভোঁদার



দাওয়াদারী



হাঁদা! ভোঁদাকে নিয়ে আমি একটি বেকুছি।
তুই এখানে থেকে নজর রাখ বাগানে
হুড়ানো মরসুমীফুলের বীজগুলো
পাখিতে না থেকে ফেলে।

হুঁ, একটি
পরেই আমার
ক্রিকেট খেলতে
যাবার
কথা।



চামচা কুব আমার খেলার ওপর
মিউর করে আছে, আর আমাকে
কিনা বসে বসে পাখি তাড়াতে হবে?
একটা উপায় বের করতেই হচ্ছে!
ইউরেকা! পেয়ে গেছি!



আমি খেলতে যাচ্ছি ভুদো। তুই
এখানে পাখি বসতে দিগনে
বুকেছিস?

হুঁ! এখন
আমি চাইছি
বেড়াল তাড়া
করতে।



বড়ই একঘেয়ে
লাগছে! একটা হাড়ি
থাকলেও হতো—আর,
এখানেই কোথায় মেন
আমি একটা হাড় পুঁতে
রেখেছিলাম না?



মনে হচ্ছে মেন
এইখানটাতেই
আছে!



ঠিক আছে,
নিশ্চয় এখানে।



দেখে যাই ভুদোটা কিরকম পাহারা দিচ্ছে—এ-একি!
হতচ্ছাড়া উজ্জ্বল কুকুর জায়গাটার কি
অবস্থা করেছে!

দূর হ হতচ্ছাড়া! পিজেমশাই ফিরে
আজার আগেই আমাকে কীতদানের
মতো খেটে এগুলো ঠিক করে
রাখতে হবে।

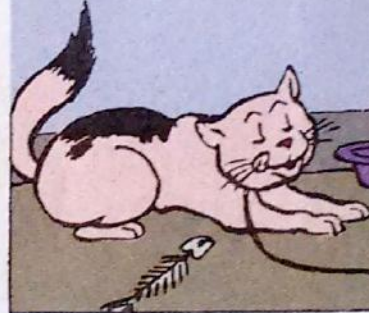
মাক বাব্বা! ঠিক করে ফেলেছি। আরে,
পুষ্টি, আঃ! তোকে দেখে একটা মতলব
এসেছে!



এবার পুষ্টিটা ঠিক পাখি ভাড়াবে... আর
মাতে কোন অম্মটন বা মটায় সে বিষয়ে
নিশ্চিত হবার জন্যে ওকে
ঠেসে খাবার দিয়ে
গেলাম!

চমৎকার! এরকম
খাওয়ার পর ঘুম ঘুম
পাচ্ছে... আর ব্রোদ্ধরটাও
বেশ লাগছে...
ফরররর

হাঁদাটাকে পাখি ভাড়াতে
বজিয়ে রেখে এসেছি গিয়ে
বেচারাকে ছেড়ে দিতে হবে।



আমার মরজুমী ফুলের বীজ!
পাই একবার হতচ্ছাড়া
চিমড়ে মর্কটটাকে!

আর সবে পড়তে পারবে না!
নে, এবার পাখি ভাড়া জোঁদা,
ডেতরে মা!

মার্কি পিজেমশাই!
চলি রে ডাই
হাঁদা!



হাঁদা- ভেঁদার



পক্ষী বিভাগ





হাঁদা- ভোঁদার



পুরস্কার
শ্রাস্তি



দু'ঘণ্টা পরে

হিঃ হিঃ! দ্যাখ ডাঁদা, বাছাখন কেমন
আমার ফেলে আসা কলার লোডে
আছে আছে ফাঁদের দিকে
এগোচ্ছে!

কিন্তু
ইন্দা—

রাখ ভোর কিন্তু। দড়ির এক ঝটকায়
দ্যাখ কেমন অনায়াসে বাজবন্দী
করে ফেললুম!

এই যে জে ওই বাক্সের
নীচে আছে!

সার্কাস

মরেচে!
এ যে গিজেমশাই!

এ তো গাঁটু নয়!

দাঁড়া, একবার
তোকে ধরি!

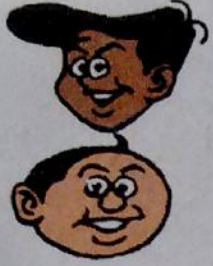
ওরে বাবা!
কোথায়
লুকোই!

ওরে বাবারে! এয়েলৈই
আজল গরিলা গাঁটু!
আমার বিছানায়
এতক্ষণ শুয়ে!

ওরে গেছিরে! সামনে গিজেমশাই
পেছনে গাঁটু! ডাঁদা, তুই ওর ইঁটু দুটো
কোনরকমে আটকে দে না রে!

উম, আপ, ওপ!
মানে—ধরতে পারলে আড়ং
খালাই লাগারো!

হাঁদা- ভোদার



লুকোচুরি

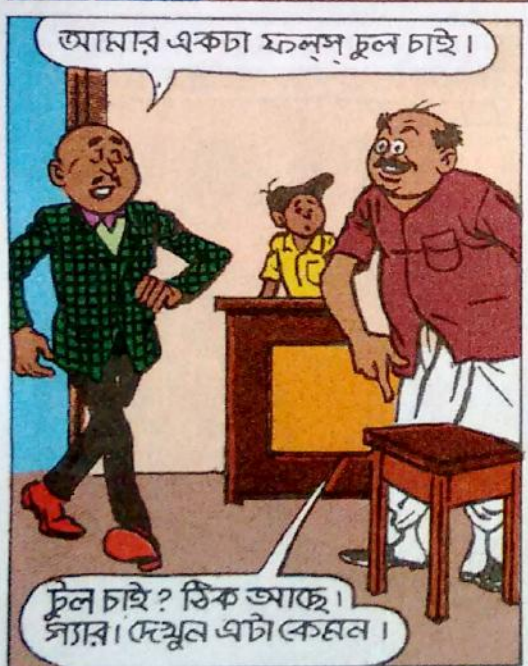




হুঁদা- ভোদার



দোকানদারী





হুঁদা- ভোদার



চেয়ার বেটা



বাগানে বসার
চেয়ার চাই।

নিশ্চয়, স্যার। এই বেঞ্চটা
পরখ করে দেখুন তো?



মন্দ নয় — কিন্তু
হাতলের মাথায় একটা
বড় পেরেক উঠে আছে।



ভাববেন না স্যার। আমি
এস্থানি ওটা বসিয়ে
দিচ্ছি!

অঁ্যাঃ!



বাপরে!



বেঞ্চটা তেমন পোক্ত ছিলো
না। ওটার বদলে এই
ক্যানজালের চেয়ারটা
পরখ করুন।



ক্যানজাল থেকে একটা
আলগা পুতো বেরিয়ে আছে।
ওটাকে তুলে ফ্যালো।
বুঝেছো?

ঠিক বুঝেছি, স্যার।



অ্যাই মরেচে!

ওফ!

হিঃ হিঃ!

পেছনের
ক্যানজাল
হুঁদা দু'ফাঁক
করে ফেলেছে।



বাবারে! পিঠটা গেছে! ঐ মোলালো
পিঠটা আমার পছন্দসই কিন্তু আমি
আর পরখ করছি না! আমার হলে
ভোমরা দুজনে এবার পরখ করো!



হাঁদা- ভোদার



গোলাপ



পিসেমশাই দোকান ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।
আমি হাঁদা, এই তালে আমরা এই বিদ্যুটে
পাইপগুলো দিয়ে সাবান জলের
গোলা ছাড়ি।



দারুণ হচ্ছে বে
হাঁদা!



মরেচে! তাড়াহুড়া
করতে গিয়ে তামাকের
জারে সাবান জল
ফেললি!



তামাক ভিজিয়ে ফেলেছিস। কিন্তু
সেজ্ঞনো ঘাবড়ানোর কিছু নেই। এটা
লুকিয়ে ফেলছি, পিসেমশাই টের পারেনা।

কিন্তু ওর পরিবর্তে তো
একটা ওখানে রাখতেই হবে।



খুবই সোজা ব্যাপার। শালপাতা
মেসিনে কাঁচিয়ে জারের মধ্যে
রেখে দেবো।



ওদিকে
আমার এই
ছদ্মবেশ ওরা ধরতে
পারবে না। এবার গিয়ে দেখি
আমি দোকানে না থাকলে
ওরা কোন বদমাইশি করে
কিনা।



আমার একটা পাইপ
আর কিছু ভালো তামাক
চাই।

ওরে, এক
দেড়ো খন্ডের
যে!!



এই পাইপটা পরখ
করুন।

আমি আপনার
তামাক দিচ্ছি।

বেশ, বেশ।



হাঁদা- ভোদার



বুদ্ধি খাটানো

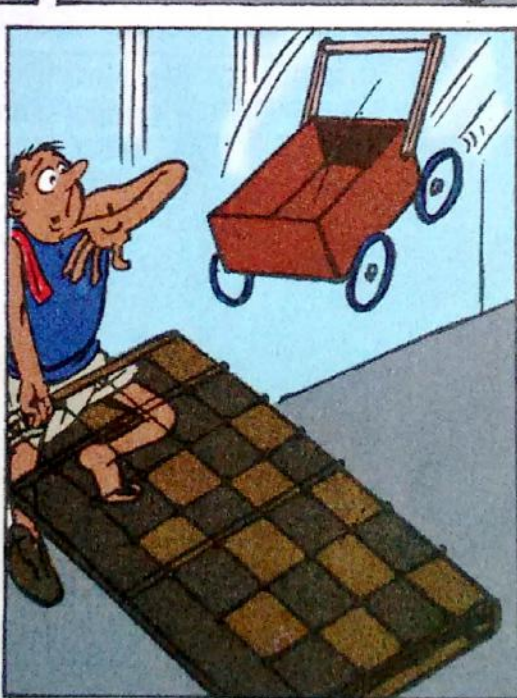
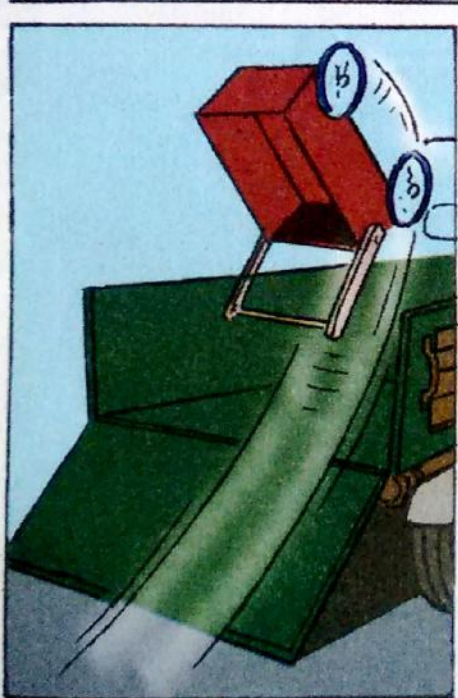
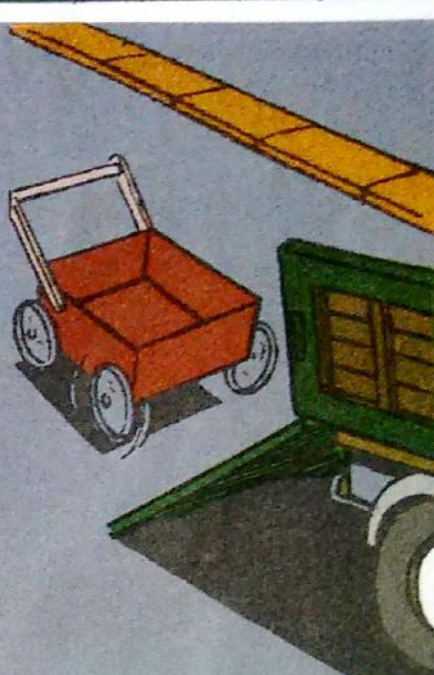




হাঁদা- ভোঁদার



কয়লা কাহিনি





হাঁদা- ভোদার



ডবল
সাক্ষাৎ

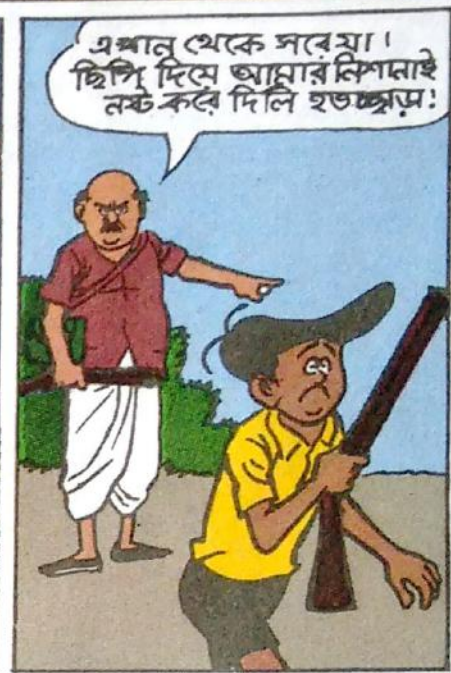




হাঁদা- ভোদার



পক্ষী শিকার





হাঁদা- ভোঁদার



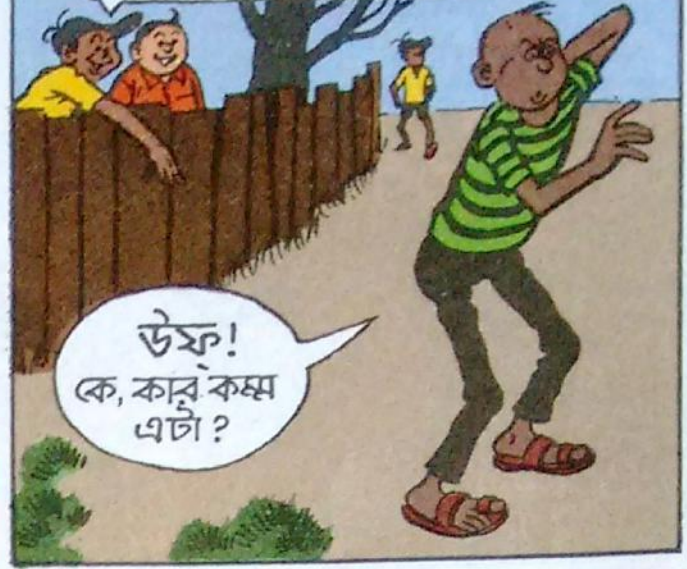
জুড়িদার

আশ্চর্য! দ্যাত্ত হাঁদা, সামনের
বাড়ীর নতুন ডাড়াটের ছেলেটা
অবিকল তোর মতো! একেবারে জুড়ি!



তাইতো রে!

এ যে আমার জোড়া আসছে - আর ওখানে
রয়েছে কুঁদুলে কেঁটা! একটু মজা করি!



উফ!
কে, কার কন্ম
এটা?

এটা তাহলে তোর কাজ স্ট্রটকো মর্কট হাঁদা!
তুইই টিল মেরেছিস! এই নে পাটকেল!



ওফ
কি-কিন্তু আমি

কোন কৈফিয়ৎ
শুনতে চাই না!

হিঃ হিঃ! আমার হয়ে
আমার জোড়া-ই খেলাই
খাচ্ছে!

ভেরি থাক! শয়তান হাঁদাটা
একলা গলিপথ দিয়ে আসছে। ওর
উপযুক্ত অভ্যর্থনা করছি!



হেঃ হেঃ! ওরা আমার
বদলে আমার জোড়াকে
মেখেছে!



আফ! একি
হচ্ছে? থামাও!

থামবো কিরে, এই তো
সবে শুরু করেছি!

হাঃ হাঃ! জোড়ার খেল
বেশ ভালোই জমেছে
রে ভোঁদা!

আমার বাগান খুঁড়ে দিবি বলেছিলি!
কথামতো ঠিক সময়েই এসেছিস হাঁদা!
খোঁড়া হয়ে গেলে দেখবি আমিও
তোকে একটা
জিনিস দেবো।



অ্যাঃ!
আহ- ইয়া

ওহ! ব্যাপারটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম,
কিন্তু আমার জুড়িদার নিজেই
কাজের জায়গায় এসে হাজির!

উফ! আমি কখন বাগান
খোঁড়ার কথা দিয়েছিলাম, আর
আমাকে হাঁদা হাঁদা করছে
কেন কিছুই
বুঝতে
পারছি না!



হিঃ হিঃ!

ধন্যবাদ হাঁদা! তোকে একটা জিনিষ দেবো বলেছিলাম—এই নে চকোলেট ক্রীম কেক!

উঃ! জোঁদারে ম্যাথ ও কি জিনিষ পাচ্ছে! ওটা ওর কাছ থেকে বাগাতে হবে!

কি চমৎকার জিনিষ!

ওর পিছু নিয়ে ওর সঙ্গে দোস্তি পাতাবো, তারপর আধখানা কেক হাতাবো!

যা ইচ্ছে কর, আমি চলবুম!

এই যে ঠিক চিনেছি! সেদিন ছুই-ই আমার শার্জি ঢিল মেরে ফাটিয়েছিলি!

না-না আমি না-অপ্স!

কাল আমার জাইয়ের কান টেনেছিলি—এই তার বদলা!

উঃ! সে আমি নয়!

হাঁদা, তোকে যে অতো বড়ো ক্রিম কেকটা দিলুম, সেটা গোটাটাই খেয়ে ফেলেছিস? কি পেটুক ছেলে রে!

আমি সব শুনেছি হাঁদা! এখন যদি তোকে আমি বড় এক ডোজ ক্যান্টার অয়েল না দিই তবে তুই অসুস্থ হয়ে পড়বি!

কি রে হাঁদা? খুব ঘন ঘন দৌড়চ্ছিস যে! কেকের প্রতিফিয়া না কি রে?

বেশী কথা বলার টাইম নেই, শুধু জেনে রাখ যে, কেউ মনে করেছে আমি সে! আবার অন্য কেউ মনে করেছে সে আমি আর তাইতো আমার এই দশা!

হাঁদা- ভোঁদার



দিদে কাহিনী





হাঁদা- ভোঁদার





হাঁদা- ভোদার



নয়া ফন্দি



হাঁদা, তুই হোমওয়ার্ক করিস নি। আজ স্কুলে স্যারের কাছে রামঠাওনি থাকি!

সে কায়দা আমার জন্য আছে। নিজের ওপর একটা দুস্বচনা ঘটিয়ে আজ স্কুলে মাওয়া বন্ধ রাখবো!



এইভাবে হড়কে গিয়ে পড়বো। কোমরে একটু চোট লাগলে বউ, স্কুল মাওয়া বন্ধ!



ওয়াহ্!

ওফ্!



ওহ্! আমার কোমর জেঙে দিচ্ছিস!

আমি স্কুল কামাই করেও আপনার সেবা করবো। চক্কর বিছানায়!



আপনার মা দরকার এনেছি। আর কিছু চাই?

হ্যাঁ, আলমারীর ওপর থেকে টাইপরাইটারটা আনাকে নামিয়ে দে। তারপর স্কুল চলে যা।



এবার একটা দুস্বচনা হবে। আমি টেল শুদ্ধ পেছন দিকে পড়ে যাবো!



এই মে পিজমশাই আপনার আরাম চেয়ার — **উপস্!** ভোর খুব বরাত জোর আমি ঠিক সময় এসে পড়েছি!

অকর্মা গাধা একটা!



স্কুল কামাইয়ের জন্যে আমাকে অন্য লাইনে চিন্তা করতে হবে। আঃ! এই দোকানেই আমার গ্যান হাঙ্গিলের জিনিস পাওয়া যাবে!

মজার জিনিসের দোকান



হাঁদা- ভোঁদার



বৃক্ষ ছেদন



হতভাগারা বুড়ুল নিয়ে
বাগানে কি করছে!

গাছ এবার যে কোন
মুহূর্তে পড়তে পারে
ভেঁদা!

আমরা সরে পড়ি হাঁদা!
তোকে বিশ্বাস নেই।

হুঁশি-য়ার!

দ্যাখ ভেঁদা! যেখানে বলেছিলাম ঠিক
সেখানেই ফেলেছি আর কারো
ওপরেও পড়েনি!

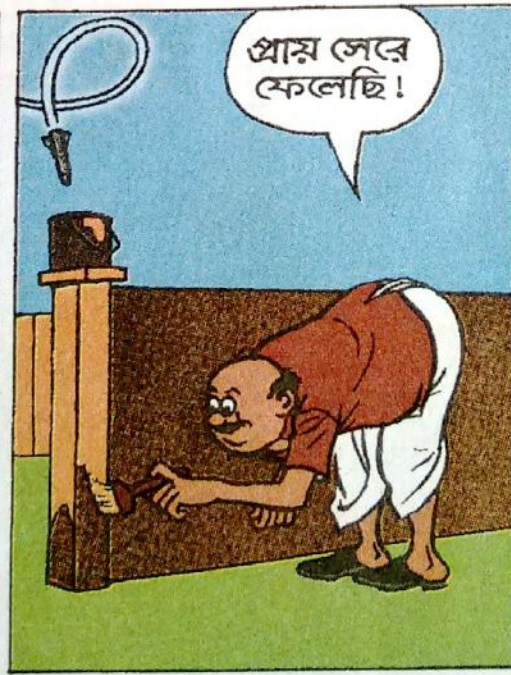
হতচ্ছাড়া পাজী! আমার
ওপরে ফেলে বলে কিনা,
কারও ওপরে গাছ
পড়েনি।

এ্যাই ভেঁদা! শিগগির পিসেকে ব্রেকডাউন করিয়ে দে।
পিসে ফেপে গিয়ে যা স্পীডে ছুটছে আমাকে ধরে ফেললে
যা তা একটা এ্যাক্সিডেন্ট করে ফেলবে!

হাঁদা- ভাঁদার

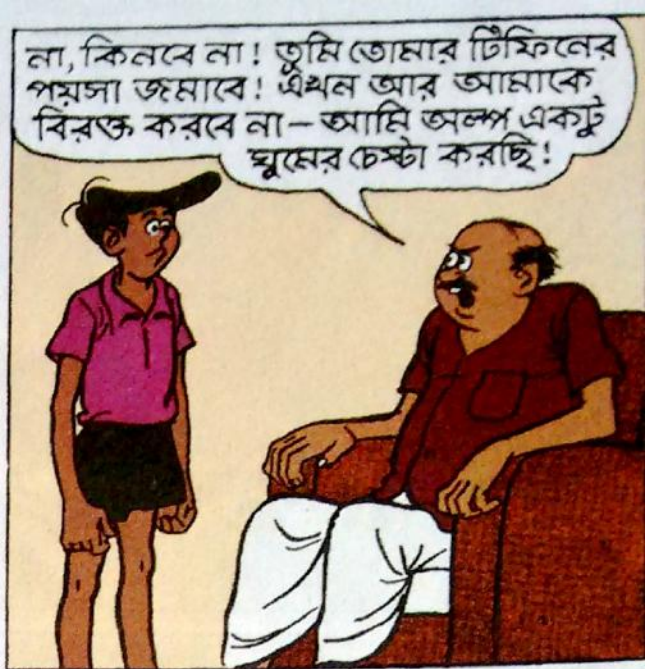


গুলতি
রকেট





হাঁদা- ভোঁদার



একটু পরে



এই যে, হাঁদা! মা আমাকে এই পোষা ইঁদুরটা রাখতে দিচ্ছে না! তুই এটা নিবি নাকি?

এই ব্যাঙটা তাহলে তুই নে!



ঘরে পাতা দুইটা আজ বেশ জমেছে! সাবধানে তুলে রেখে দি।

পিজি! আমার নতুন পুঁষিটা দেখো!



মাগো! ইঁদুর! ওঁ! ওঁ! ওঁ!



গুলুগ!



হুতচ্ছাড়া মকট! শিগগির নেমে আয়!



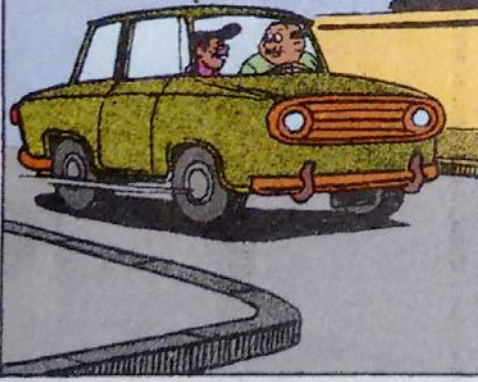
কি-কিন্তু পিজেনশাই, আমি শুধু একটা পুঁষি পুষতে চেয়েছি!

পোষবার পুঁষি! শেষ পর্যন্ত নিকুপাড় বে থাকার একটা রাস্তা খুঁজে পেয়েছি!



আমি তোকে পুঁষি কিনে দিতে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এই পুঁষির প্রচুর ব্যয়ামের দরকার! ওকে কিন্তু তোকে দোকান থেকে বাড়ি অর্কি হাঁটিয়ে নিয়ে যেতে হবে!

নিশ্চয়! মা বলবেন!



বুঝতে পারছি না তুমি এতো দোকান থাকতে এখানে এলে কেন— এতো বাড়ি থেকে দু'মাইল দূর!

দেখতেই পারি!



তাতাতাডি হাঁট না উজবুক! এই রেটে চললে বাড়ি পৌঁছতে রাত যে কাবার হয়ে যাবে বাপ! আবার ভোঁদার চোখে পড়লে ইজ্জত ঢলঢলে হয়ে যাবে!

আঃ! সন্ধ্যা পর্যন্ত এখন নিশ্চিন্ত!



হাঁদা- ভোদার



চাপড
মেশিন



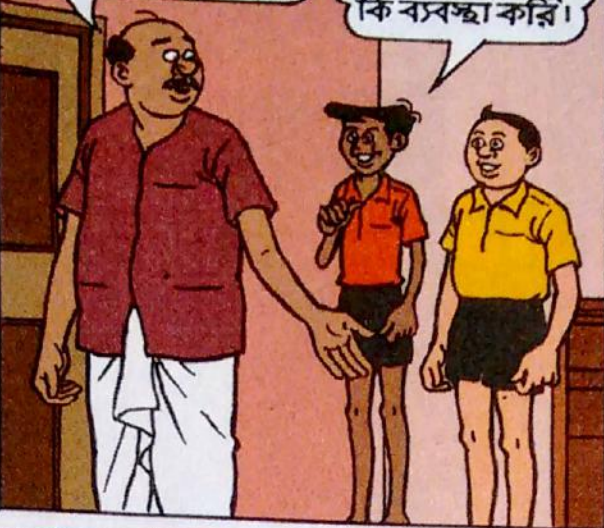


হাঁদা- ভোঁদার



উটকো
প্রতিবোধ

উটকো লোকেদের
জ্বালায় জেরবার হয়ে
গেলাম। এর একটা
ব্যবস্থা করনা, ভোঁদা!



হেঃ! ভোঁদা কি
করবে পিসেমশাই,
ওটা আমার ওপর
ছেড়ে দিল। দেখুন
কি ব্যবস্থা করি!

এটাকে আমার
কাথেকে জেতালা!



ওকে সংগ্রহ করে নিয়ে এলুম।
এ বাড়ির যিসীমানায় কোন
উটকো অবাঞ্ছিত কাউকে
স্বৈচ্ছতে দেবে না। এ খুবই
সাংস্কারিক কুকুর,
পিসেমশাই!



এখন আমরা দুর্দান্ত
কুকুর পেয়েছি। এবার
আর অবাঞ্ছিতরা
এলে উত্তর করতে
পারবেনা।

কুকুর
হইতে
সাবধান



ওরফ! পেরেক ঠুকতে গোটটা
ভেঙে আমার পায়ের ওপর
ফেলেছিল!



ওয়াহ! কিছু ভাববেন না
পিসেমশাই-আমি
গোট লাগিয়ে দিচ্ছি!



পারে
জানলা দিয়ে খাবারটা
হাতানো খুবই লাজ্য ছিলো।
পাহারাদার কুকুরটাও
স্বপ্নে!



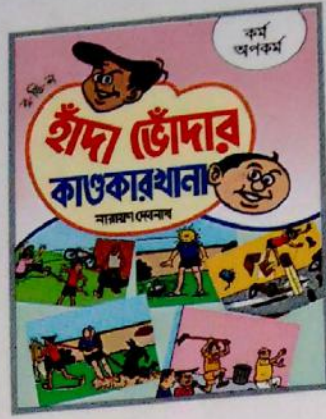
অ্যাই! থাম! চোর
কোথাকার!



মরেচে! চোরটাকে ধরেছি-কিন্তু
দড়িতে পা আটকে পিসেমশাই
হোঁচট খেয়ে গড়েছেন!

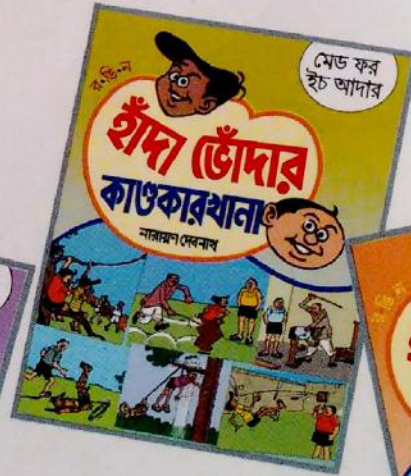
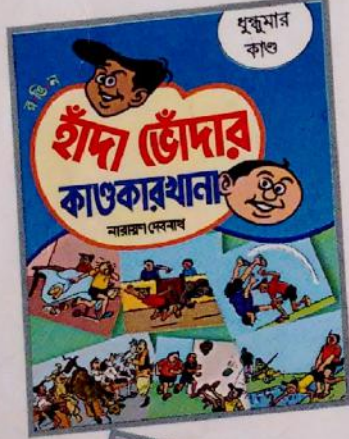
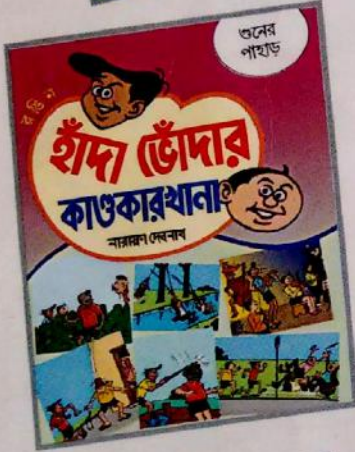
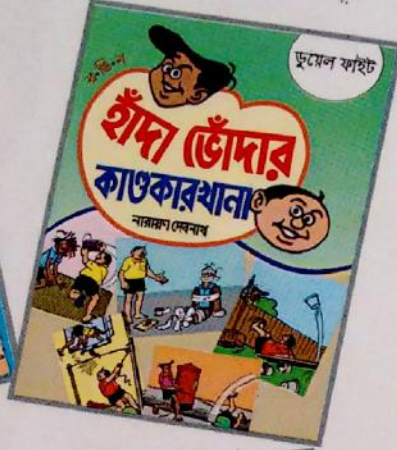
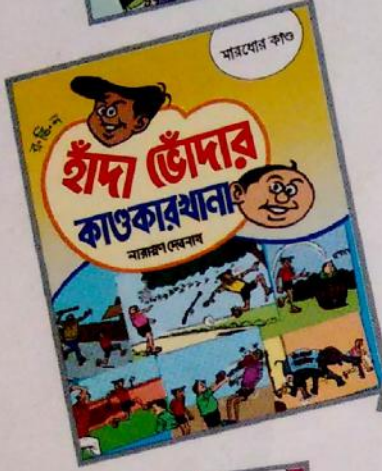
গেছিরে!





আরও বঙিন হাঁদা ভোঁদা

- খেলার নাম বাবাজী
- কর্ম-অপকর্ম
- ডুয়েল ফাইট
- গুনের পাহাড়
- কাজের দুখীরাম
- ধুকুমার কাণ্ড
- যেমন কর্ম তেমন ফল
- পিষে দিল পিসেমশাই
- মেড ফর ইচ আদার
- ভুঁতের কাঁণ্ড-আরও কাণ্ড
- মারখোর কাণ্ড



দেব সাহিত্য কুটির (প্রাঃ) লিমিটেড

২১ বামাপুকুর লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯